অক্ষরবৃত্তের টানে

এতই কি জাঁহাবাজ হতেপারে পায়ের তলার
মাটি, এত হিংস্র, যেরকমআসমান
যখন তখন চোখ রাঙায় এবংমনে হয়
এরকম গাছপালা যারাশান্ত থাকে প্রায়শই
তারাও কেমন যেন মূল ছিঁড়েছুটে এসে আমাদের ঘাড়
মুচড়ে দেয়ার সাধঅন্তরে লালন করে, নদ
নদীও বিরূপ অতিশয়। এরকম ভয়াবহ অন্ধকার
নামেনি কখনও চারদিক লুপ্তক'রে অর্থহীনতায় আর।

মানবের, মানবীয় মুখচ্ছদ এইমতো পাথরস্বরূপ,
দেখিনি কখনও আগে। হাটে, মাঠে ঘাটে
হেঁটে যায় যারা, যেন চলমানকিছু পুতুলের
নিষ্প্রাণ মিছিল!

অকস্মাৎ মধ্যরাতে ঘুমথেকে জেগে উঠে দেখি
আমাদের প্রিয় বাংলাভাষার প্রদীপ্ত কতিপয়
স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ বিছানারকিনারে দাঁড়িয়ে
আমাকে কী যেন বলবার অপেক্ষায়
রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে। তাদের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি
বিনীত ভঙ্গিতে বলে,'আর কতকাল কবি তুমি
আমাদের কেবলইঅক্ষরবৃত্ত ছন্দে ব্যবহার
করবে বলো তো? আমরাও তো ব্যবহৃত হতে হতে হতেক্লান্ত
ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়েপড়েছি তা'কি বুঝতে পারোনা
তুমি আজও ? অক্ষরবৃত্তের মায়াজাল থেকে মুক্তি দাওকবি।'

নিত্তর আমি ভোরবেলা আপনটেবিলে ঝুঁকে
রাতের ঘটনা ভুলেঅক্ষরবৃত্তেরই টানে ফের লিখে চলি ।

শামসুর রাহমান